রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৩ সনের ৩৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১৫, ২০১৩

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫০৫—৫২৯
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০২৭—১০৫৭
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০২৭—১০৭৩

		পৃষ্ঠা নং
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা		
(১)	. . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২)	. . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩)	. . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪)	. . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫)	. . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬)	...............ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিধি-১ শাখা

সংশোধনী

তারিখ, ২৭ জুন ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৭০.১৬.০১৬.১৩-২২৫—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫-০৫-২০১৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৭০.১৬. ০১৬.১৩-১৪২ নং স্মারকে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর টেকনিক্যাল পদ ব্যতীত নন-টেকনিক্যাল সাধারণ প্রশাসনধর্মী পদে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর যথাক্রমে ৭০% ও ৩০% নির্ধারণ করা হয়।

২। জারীকৃত স্মারকপত্র অনুযায়ী ৩য় শ্রেণীর নন-টেকনিক্যাল পদে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশনা থাকলেও ৪র্থ শ্রেণীর পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এক্ষেত্রে ৪র্থ শ্রেণীর পদে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পদের প্রকৃতি বিবেচনাক্রমে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা বা না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৩। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫-০৫-২০১৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৭০.১৬. ০১৬.১৩-১৪২ নং স্মারকের ৩য় শ্রেণীর নন-টেকনিক্যাল পদে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

পরিপত্র

তারিখ, ১৩ আষাঢ় ১৪২০/২৭ জুন ২০১৩

নং ০৫.১৭০.০২২.০৯.০০.১৩৩.২০১০-২২৬—০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির 'খ' খণ্ডের ১৮ নং অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ ঃ

> "১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।"

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৮নং অনুচ্ছেদ অনুসরণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইল।

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

মাঠ প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ শ্রাবণ ১৪২০/১৭ জুলাই ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৯.০০.০০৩.১৩-২২৬—আগামী ৩১ জুলাই, ২০১৩ হতে ০৮ আগস্ট, ২০১৩ পর্যন্ত জাপান এর ইয়ামাগুচির কিরারা-হামায় অনুষ্ঠিতব্য ৩০তম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট জাম্বিরীতে ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস টীম সদস্য হিসেবে যোগদানের জন্য জনাব মোঃ জহুরুল হক (৫৯৩১), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, যশোরকে নিম্নবর্ণিত শর্তে অনুমতি প্রদান করা হ'ল :

(ক) এ ভ্রমণে বাংলাদেশ সরকারের কোন আর্থিক সংশ্লেষ থাকবে না; এবং

(খ) তিনি ছুটিকালীন বেতন-ভাতা দেশীয় মুদ্রায় প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রোকেয়া খাতুন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ এপ্রিল ২০১৩

নং ৩১.০৩৬.০২৭.০০.০০.১২৪.২০১০-১৪২—জনাব এবিএম আবদুর রহমান, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, সদরপুর, ফরিদপুর, এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার (বিভাগীয় মামলা নং-১২৪/২০১০) শুনানিঅন্তে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় নিম্নরূপ আদেশ দিয়েছেন ঃ

"শুনানী হলো। নথি পরীক্ষা করা হলো। বর্ণিত জমি অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তি মালিকানায় প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রদান করলেও উর্দ্ধতন কর্মকর্তা সংগঠনের পক্ষেই দিয়েছেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার উদ্দেশ্য অসৎ ছিল। সবকিছু বিবেচনা করে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২) এ বিধি অনুযায়ী **"তিরস্কার"** দণ্ড প্রদান করা হলো।"

কানিজ মওলা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শাখা-১০

এল, এ, কেস নং-৪০/৭৮-৭৯

ঘ-ফরম

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ৯ মে ২০০২

নং ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃ দঃ/ঢাকা-১/৯৫-২১১—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২১-১-১৯৮০ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে ;

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে। এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

তফসিল

জিলা-ঢাকা, থানা-ধামরাই, মৌজা-'পূর্ব পঞ্চাশ', জে, এল, নং-২৩৯।

সি,এস,দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য	দিক নির্দেশনা
৬২	০.২৫	আংশিক	দক্ষিণাংশ
৬৩	০.২০	,,	,,
৬৪	০.২০	,,	,,
৬৫	০.৩৩	,,	,,
৬৬	০.২৪	পূর্ণ	
৬৭	০.২৭	,,	
৬৮	০.১৭	,,	
	১.৬৬ একর		

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুল বাশার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শাখা-১১

এল, এ, কেস নং-১০/৭৭-৭৮

ঘ-ফরম

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ৮ এপ্রিল ২০১৩

নং ভূঃমঃ/শা-১১/গেঃবিঃ/ঝাল-২০১৩/৯১—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন(১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৫-১০-৭৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলবর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো ঃ

তফসিল

জেলা ঝালকাঠী, উপজেলা নলছিটি, মৌজা প্রমহর, জে.এল. নং ২২।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৮৫৮ (আংশিক)	০.০৮
৮৫৯ (আংশিক)	০.০৪
৮৬৩ (আংশিক)	০.০২
৮৬৬ (আংশিক)	০.০৫
৮৬৭ (আংশিক)	০.০২
১৩৫১ (আংশিক)	০.০৮
১৩৫৩ (আংশিক)	০.১৬
১৩৫৪ (আংশিক)	০.২৯
১৩৫৫ (পূর্ণ)	০.৩৪
১৩৫৬ (পূর্ণ)	০.৭৬
১৩৫৭ (পূর্ণ)	০.৩৬
১৩৫৮ (পূর্ণ)	০.০৬
১৩৫৯ (আংশিক)	০.৩৪
১৩৬০ (আংশিক)	০.০৬
১৩৬৭ (আংশিক)	০.৩৭
১৩৬৮ (আংশিক)	০.২৭
১৩৬৯ (আংশিক)	০.১৭
১৪০৫ (আংশিক)	০.০৫
১৪০৬ (আংশিক)	০.৪৪
১৪০৭ (পূর্ণ)	০.১৫
১৪০৯ (আংশিক)	০.০২
	জমির পরিমাণ ৪.১৩ একর

জেলা ঝালকাঠী, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ছোট প্রমহর, জে.এল. নং ২৩।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৭১৫ (আংশিক)	০.০৫
৭১৬ (আংশিক)	০.০৪
৭১৭ (আংশিক)	০.০৮
৭১৮ (পূর্ণ)	০.১৫
৭১৯ (পূর্ণ)	০.০৫
৭২০ (আংশিক)	০.৩৫
৭২৩ (পূর্ণ)	০.১৪
৭২৪ (পূর্ণ)	০.০৭
৬৯৭ (আংশিক)	০.০২
	জমির পরিমাণ = ০.৯৫ একর

জেলা ঝালকাঠী, উপজেলা নলছিটি, মৌজা রায়পাশা, জে.এল. নং ২৭।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৭৯ (আংশিক)	০.০৫
৮০ (আংশিক)	০.০২
৮১ (আংশিক)	০.০১
৯৪ (আংশিক)	০.০১
৯৫ (পূর্ণ)	০.০৬
৯৬ (পূর্ণ)	০.০৭
৯৭ (আংশিক)	০.০১
১০২ (আংশিক)	০.০৭
১০৫ (আংশিক)	০.০৭
১১৬ (আংশিক)	০.০১
১১৯ (আংশিক)	০.০৩
১২০ (আংশিক)	০.০২
১২১ (আংশিক)	০.০৪
১২৩ (আংশিক)	০.০১
১২৮ (আংশিক)	০.০৩
১২৯ (আংশিক)	০.০২
১৪১ (পূর্ণ)	০.০৩
১৪২ (আংশিক)	০.০৪
১৪৩ (আংশিক)	০.১৭
১৪৬ (আংশিক)	০.০১
১৪৯ (আংশিক)	০.০৮
১৫০ (আংশিক)	০.০৫
১৫২ (আংশিক)	০.০৫
১৫৩ (আংশিক)	০.১৪
১৫৪ (পূর্ণ)	০.৮৫

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১৫৫(পূর্ণ)	১.৬১
১৫৬ (পূর্ণ)	১.০২
১৫৭ (পূর্ণ)	০.১৬
১৫৮ (আংশিক)	০.১২
১৫৯ (আংশিক)	০.১৮
১৬০ (পূর্ণ)	০.০৩
১৬১ (আংশিক)	০.৩১
২৩৫ (আংশিক)	০.২৬
২৩৬ (আংশিক)	০.১২
২৩৭ (আংশিক)	০.১২
২৩৮ (পূর্ণ)	০.২৪
২৩৯ (আংশিক)	০.০১
২৫৭ (আংশিক)	০.১৯
২৫৮ (পূর্ণ)	০.১২
২৫৯ (আংশিক)	০.২০
২৬০ (আংশিক)	০.০৫
২৬৩ (আংশিক)	০.০৬
২৬৪ (আংশিক)	০.১৫
২৬৫ (পূর্ণ)	০.০৩
২৬৬ (আংশিক)	০.৩২
২৬৭ (আংশিক)	০.০৪
২৭০ (আংশিক)	০.১৫
২৭১ (পূর্ণ)	০.০৭
২৭২ (পূর্ণ)	০.০৯
২৭৩ (আংশিক)	০.১৭
২৭৪ (আংশিক)	০.৩৮
২৭৫ (আংশিক)	০.২৮
২৭৬ (পূর্ণ)	০.১১
২৭৭ (আংশিক)	০.৪৫
২৭৯ (আংশিক)	০.০৫
২৮০ (আংশিক)	০.২০
৩৭২ (আংশিক)	০.১৬
৩৭৩ (পূর্ণ)	০.১৪
৩৭৪ (আংশিক)	০.১৬
৩৭৬ (আংশিক)	০.০৮
৩৭৭ (আংশিক)	০.৩৩
৩৮০ (আংশিক)	০.০২
৪৪২ (পূর্ণ)	০.১০
৪৪৮ (পূর্ণ)	০.০২
৪৪৯ (পূর্ণ)	০.০৫

জমির পরিমাণ=১০.৩০ একর

জেলা ঝালকাঠী, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ভৈরবপাশা, জে.এল. নং ২৬।

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
৪ (আংশিক)	০.০৩
৫ (আংশিক)	০.১৩
৬ (আংশিক)	০.৭০
৭ (পূর্ণ)	০.২৮
৮ (পূর্ণ)	০.১২
১০ (আংশিক)	০.০১
১২ (আংশিক)	০.০২
৩৯১ (আংশিক)	০.৩৬
৩৯৩ (আংশিক)	০.০৬
৩৯৪ (আংশিক)	০.১০
৩৯৫ (পূর্ণ)	০.১৬
৩৯৬ (পূর্ণ)	০.১৪
৩৯৭ (আংশিক)	০.১৫
৩৯৮ (পূর্ণ)	০.০২
৩৯৯ (আংশিক)	০.০৪
৪০১ (আংশিক)	০.০৬
৪০৮ (পূর্ণ)	০.০৪
৪০৯ (আংশিক)	০.০২
৪১০ (পূর্ণ)	০.০১
৪১১ (পূর্ণ)	০.০২
৪১২ (আংশিক)	০.০৩
৪১৮ (আংশিক)	০.১৯
৪১৯ (পূর্ণ)	০.০৪
৪২০ (পূর্ণ)	০.১২
৪২১ (পূর্ণ)	০.০২
৪২২ (পূর্ণ)	০.০৪
৪২৩ (পূর্ণ)	০.৩১
৪২৪ (আংশিক)	০.১৪
৪৩০ (আংশিক)	০.০৪
৪৬৭ (আংশিক)	০.০১
৭৮৭ (পূর্ণ)	০.০২
৭৮৮ (পূর্ণ)	০.০১
৭৮৯ (পূর্ণ)	০.০২

জমির পরিমাণ=৩.৪৬ একর

সর্বমোট জমির পরিমাণ=১৮.৮৪ একর।

জমির নকশা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠী এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
উপ-সচিব।

অধিগ্রহণ শাখা-০২

এল, এ, কেস নং-০১(৪)/১৯৬২-১৯৬৩

ঘ-ফরম

[সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ২৪ মার্চ ২০১৩

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৫২.২২১.১২-৮১—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর "৩" ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো ঃ

তফসিল

মৌজা-ক্রোক, জে এল নং-৩৩, সিট নং০১, উপজেলা বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির শ্রেণী (নাল, ডোবা, অন্যান্য)	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৩৩৮, ৩৩৯, ২৬০,৫০৭	২৪৮	নাল	০.৭৪	০.৭৪
১৪০	২৪৯	নালদোফঃ	০.৪২	০.৪২
৬৩৬	২৫৪	ঐ	০.৫০	০.৫০
৫৮৬	২৫৫	নাল	০.৪৫	০.৪৫
১৫৬, ৬৬৫, ২২৫	২৫৬	ঐ	০.৬৭	০.৬৭
৫৮	২৫৭	ঐ	০.৬৬	০.৬৬
৬৪১	২৬৬	ঐ	০.৭৩	০.৭৩
৪৯২	২৬৭	ঐ	০.৪১	০.৪১
৬১৬	২৬৮	ঐ	০.৭০	০.৭০
৫৮৭	২৭৬	ঐ	০.৪৩	০.৪৩
৬৪৩	২৭৭	ঐ	০.২২	০.২২
১৫০	২৭৮	নালএকফঃ	০.৪৫	০.৪৫
৬০১	২৮০	নাল	০.৮০	০.৮০
১৫৬, ২২৫, ৬৬৫	২৮৭	নাল	০.৩৬	০.০৭
৫৮৪	৩০৩	ভিটা	০.২২	০.২২
৩৯৫	৩০৪	বাড়ী	০.০৭	০.০৭
৫৮৪	৩০৫	ভিটা	০.০২	০.০২
১৫৬, ২২৫	৩১৫	নাল	০.৭৪	০.৭৪
১৪০	৩১৬	নাল	০.৫০	০.৫০
৫৯	৩১৭	নাল	০.০৭	০.০৭
৫৯	৩১৮	নাল	০.১৭	০.১৭
৫৯	৩১৯	নাল	০.২২	০.২২
২২৫	৪৫৯	নাল	০.০৮	০.০৮
৫৮৭	৪৬২	নাল	০.২৩	০.২৩
৪৩	৪৬৩	নাল	০.১০	০.১০
১৫০	৪৬৪	নাল	০.৫৩	০.৫৩

মোট জমির পরিমাণ = ১০.২০ একর মাত্র

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
উপ-সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ মার্চ ২০১৩

নং ৩২.০১.০০০০.০৫৬.১৫.০০৪.০৫.(১)৯০—আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮ আগস্ট ২০১১ তারিখের ০৫.১৫৯.০১৫.৩২.০০.০৪০.২০১০-৩০০ নং সম্মতিপত্র, অর্থ বিভাগের ১২-০২-২০১২ তারিখের ০৭.১৫৪.০২৮.৩২.০১.০০৩.২০১২.৬৬নং সম্মতিপত্র, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বেতনস্কেল নির্ধারণ সংক্রান্ত ০৬-০৯-২০১২ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬২.৩২.০১৯.১২-২০৮ নং সম্মতিপত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ১৮-১১-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত **"মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন, গাজীপুর"** শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অব্যাহতভাবে কর্মরত জনবলসহ নিম্নোক্ত ০৪ (চার)টি পদ ধারাবাহিকভাবে ০১-০৭-২০০৯ তারিখ হতে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অনুকূলে রাজস্বখাতে স্থানান্তরে সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি ঃ

ক্রঃনং	পদের নাম ও সংখ্যা	নির্ধারণকৃত বেতনস্কেল' ২০০৯	শর্ত/মন্তব্য
(১)	প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১ টি	টাঃ ৬৪০০—১৪২৫৫/- (১১ নং স্কেল)	পদটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পূরণ সাপেক্ষ।
(২)	উচ্চমান সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক-০১টি	টাঃ ৫২০০—১১২৩৫/- (১৪ নং স্কেল)	পদটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পূরণ সাপেক্ষ।
(৩)	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-০১ টি	টাঃ ৪৭০০—৯৭৪৫/- (১৬ নং স্কেল)	পদটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পূরণ সাপেক্ষ।
(৪)	এম, এল, এস, এস-০১ টি	টাঃ ৪১০০—৭৭৪০/- (২০ নং স্কেল)	পদটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পূরণ সাপেক্ষ।

শর্তাবলী ঃ

(ক) উপরে বর্ণিত ০৪ (চার) টি পদ বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে ০১-০৭-২০০৯ তারিখ হতে ধারাবাহিকভাবে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত করা হ'ল যা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল। যে সব পদ নিয়োগবিধিতে নেই সে সব পদ নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(খ) সুপারিশকৃত পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আরোপিত সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

(গ) পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সকল আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।

(ঘ) এ বিষয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঙ) স্থানান্তরিত সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল রাজস্বখাতে নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে 'উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ' বিষয়ে নতুন এস. আর. ও জারী করা হবে।

(চ) সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহনসহ যাবতীয় অফিস সরঞ্জামাদি সরকারি বিদ্যমান বিধি/নির্দেশাবলী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ছ) জাতীয় বেতন স্কেল' ২০০৯ এর আওতায় পদসমূহ স্থানান্তর করা হ'ল। বেতনস্কেল নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ বাস্তবায়ন শাখা-২ এর ০৬-০৯-২০১২ তারিখের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৬২.৩২.০১৯.১২-২০৮ এ প্রদত্ত শর্ত মোতাবেক প্রদর্শন করা হ'ল।

(জ) এম, এল, এস, এস এর ১টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর হওয়ার ফলে স্থানান্তরিত লোকবল দ্বারা পূরণ হওয়ার পর তাঁদের অবসর গ্রহণ বা অন্য কোন কারণে পদগুলো শূন্য হলে তা Out Sourcing এর মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

(ঝ) রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদসমূহে সমাপ্ত প্রকল্পে অব্যাহতভাবে কর্মরত নয় এমন কোন জনবল নিয়মিত করা যাবে না।

(ঞ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জারীকৃত ০৩-০৫-২০০৩ইং তারিখের মপবি/পঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০১১-১১১ নং প্রজ্ঞাপন অনুসরণ-পূর্বক এ আদেশ জারী করা হলো এবং পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ অনুসরণ করা হবে।

(ট) এ আদেশ জারীর পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসহ যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

রায়না আহমদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শাখা সেল

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৪ মার্চ ২০১৩

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১০.১৪৭—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার রূপগঞ্জ উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	ক্যাটাগরী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	সমাজসেবী	বেগম হাসিনা গাজী, স্বামী জনাব গোলাম দস্তগীর (বীর প্রতীক), তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	চেয়ারম্যান
(২)	সমাজসেবী	মোসাঃ কানিজ ফাতেমা (সেতু), স্বামী ডাঃ এম এ আজিজ, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	সদস্য
(৩)	সমাজসেবী	মিনারা বেগম, স্বামী বাবুল মিয়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	সদস্য
(৪)	সমাজসেবী	শীলা পাল, স্বামী তপন পাল, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	সদস্য
(৫)	সমাজসেবী	আসমা বেগম, স্বামী ডাঃ শফিকুল ইসলাম আপেল, তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	সদস্য

২। উপরে উল্লিখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের বেগম হাসিনা গাজী উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ১৯-১২-২০১২ তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১০.১৪৮—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার শ্রীনগর উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	ধারা	ক্যাটাগরী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	নমিতা রানী ঘোষ, স্বামী মুকুল ঘোষ, সহকারী শিক্ষিকা, সেলামতি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ।	সদস্য
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	বেগম মেহেরুন নেছা, পিতা মৃত আলী মর্তুজা, ভাগ্যকুল, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ।	সদস্য
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম আছিয়া কাক্তার রুমু, স্বামী কাজী নূরুল আমিন, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ।	চেয়ারম্যান
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	আরতী রানী দে, স্বামী কানু চন্দ্র দে, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ।	সদস্য
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম রাবিয়া বেগম, স্বামী জসিম উদ্দিন, পশ্চিম বেজগাঁও, পাটভোগ, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ।	সদস্য

২। উপরে উল্লিখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ৩ নং ক্রমিকের আছিয়া কাক্তার রুমু উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ১৩-১০-২০১২ তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১০.১৪৯—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার হাটহাজারী উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	ধারা	ক্যাটাগরী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	বেগম শারমিন আক্তার, স্বামী-ইকবাল বাহার, সাং-মদনহাট, ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।	চেয়ারম্যান
(২)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	বেগম দিলরুবা খানম, স্বামী-মনজুর আলম, সাং-লাঙ্গলমোড়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।	সদস্য
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম রিজিয়া বেগম, স্বামী-মোহাম্মদ এয়াছিন, সাং-দেওয়ানগর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।	সদস্য
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	অধ্যাপিকা হামিদা বানু, স্বামী-শামসুল আলম চৌধুরী, সাং-আলীপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।	সদস্য
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম ফাতেমা চৌধুরী, স্বামী-বরহুল নোমান আজাদ, সাং-মেখল, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।	সদস্য

২। উপরে উল্লিখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের বেগম শারমিন আক্তার উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ১৯-১২-২০১২ তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১০.১৫০—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুরাদনগর, কুমিল্লা এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার মুরাদনগর উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	উপ-ধারা	ক্যাটাগরী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	বেগম সুলতানা জেসমিন, সহকারী শিক্ষক, ঘোড়াশাল উচ্চ বিদ্যালয়, উপজেলা-মুরাদনগর, জেলা-কুমিল্লা।	সদস্য
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	মোসাঃ মরিয়ম বেগম, পতি-মোঃ বজলুর রহমান, সাং-রহিমপুর, পোঃ ও উপজেলা-মুরাদনগর, জেলা-কুমিল্লা।	সদস্য
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোসাঃ শাহীন আক্তার মায়া, পতি-আবদুল কাদের, সাং-কাজিয়াতল, পোঃ দারোরা, উপজেলা-মুরাদনগর, জেলা-কুমিল্লা।	চেয়ারম্যান
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোসাঃ জেসমিন আক্তার, পতি-মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাং-ধামঘর, উপজেলা-মুরাদনগর, জেলা-কুমিল্লা।	সদস্য
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম নূরজাহান বেগম, পতি-শফিকুল ইসলাম ভূঞা, সাং-চারপিতলা, উপজেলা-মুরাদনগর, জেলা-কুমিল্লা।	সদস্য

২। উপরে উল্লেখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ৩ নং ক্রমিকের মোসাঃ শাহীন আক্তার মায়া উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ১৬-৯-২০১২ তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১০.১৫১—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাবুগঞ্জ, বরিশাল এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার বাবুগঞ্জ উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	উপ-ধারা	ক্যাটাগরী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	মোসাঃ তাছলিমা বেগম (সহকারী শিক্ষিকা অর্জুনমাঝি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়), স্বামী শহিদুল ইসলাম, গ্রাম-অর্জুনমাঝি, পোঃ বালয়লাখালী, চাঁদপাশা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।	চেয়ারম্যান
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	বেগম মারুফা আক্তার পারুল, পিতা-মোঃ হারুন-অর-রশিদ, গ্রাম-রাকুদিয়া, পোঃ-রাকুদিয়া দেহেরগতি, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।	সদস্য
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোসাঃ মাহমুদা বেগম, স্বামী-মোঃ মাহাবুবুল ইসলাম, গ্রাম-রাহুতকাঠী, পোঃ শিকারপুর, মেহেরগতি, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।	সদস্য
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম সেতারা বেগম, স্বামী-মতিউর রহমান মাষ্টার, গ্রাম লোহালিয়া, পোঃ+উপজেলা-বাবুগঞ্জ, বরিশাল।	সদস্য
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোসাঃ নূরুন নাহার, স্বামী-মোসলেম উদ্দিন মোল্ল্যা, গ্রাম-পঃ ভূতেরদিয়া, পোঃ-ভূতেরদিয়া, কেদারপুর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।	সদস্য

২। উপরে উল্লেখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের মোসাঃ তাছলিমা বেগম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ১৯-৭-২০১২ তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১০.১৫২—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উজিরপুর, বরিশাল এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার উজিরপুর উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	উপ-ধারা	ক্যাটাগরী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	মোসাঃ সাহানা আক্তার শেলী, প্রভাষিকা উজিরপুর হালহাজ্ব বি, এম, খান কলেজ, স্বামী মোঃ ফজলুর রহমান, উজিরপুর, বরিশাল।	চেয়ারম্যান

ক্রঃ নং	উপ-ধারা	ক্যাটাগরী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	বেগম হাসিনা জামাল, স্বামী এম, এম, জামাল হোসেন, উজিরপুর, বরিশাল।	সদস্য
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	ভজনা রানী সরকার, স্বামী জনাব অশোক কুমার হাওলাদার, উজিরপুর, বরিশাল।	সদস্য
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোসাঃ রানী বেগম, স্বামী হান্নান হোসেন, উজিরপুর, বরিশাল।	সদস্য
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম বিউটি বেগম, স্বামী মোঃ এমদাদ হোসেন, উজিরপুর, বরিশাল।	সদস্য

২। উপরে উল্লেখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের মোসাঃ সাহানা আক্তার শেলী উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ১৯-৭-২০১২ তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১০.১৫৩—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	উপ-ধারা	ক্যাটাগরী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	জনাব রীতারাণী রায়, স্বামী জনাব স্বপন কুমার রায়, প্রগতি পাড়া, বুজরুক বোয়ালিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	সদস্য
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	জনাব শাহানা আকতার, স্বামী মোহাম্মদ হোসেন, ঝিলপাড়া, বুজরুক বোয়ালিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	চেয়ারম্যান
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাব গোপালী বেগম, স্বামী মৃত বেলাল হোসেন, প্রধানপাড়া, বুজরুক বোয়ালিয়া, গোবিন্ধগঞ্জ, গাইবান্ধা।	সদস্য
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাব গোপালী বেগম, স্বামী মোঃ সেকেন্দার আলী, ঝিলপাড়া, বুজরুক বোয়ালিয়া, গোবিন্ধগঞ্জ, গাইবান্ধা।	সদস্য
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম বিউটি বেগম, স্বামী মোঃ এমদাদ হোসেন, বুজরুক বোয়ালিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	সদস্য

উপরে উল্লেখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ২ নং ক্রমিকের মোসাঃ জনাব শাহানা আকতার উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১২ তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১০.১৫৪—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটঘরিয়া, পাবনা এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার আটঘরিয়া উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	উপ-ধারা	ক্যাটাগরী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	বেগম আলেয়া খাতুন, স্বামী শামীম রেজা, গ্রাম-দেবোত্তর, পোঃ দেবোত্তর, উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।	সদস্য
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	শ্রীমতি পপি রানী সাহা, স্বামী নিখিল চন্দ্র সাহা, গ্রাম-বরুলিয়া, পোঃ বরুলিয়া, উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।	চেয়ারম্যান
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ মনোয়ারা বেগম, স্বামী-মোঃ আব্দুল আজিজ, গ্রাম-আটঘরিয়া, পোঃ চাঁদভা, উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।	সদস্য
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ জেসমিন নাহার, স্বামী জাহিদুল ইসলাম মুকুল, গ্রাম-কুষ্টিয়াপাড়া, পোঃ চাঁদভা, উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।	সদস্য
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ লাভলী খাতুন, স্বামী মোঃ আশরাফুল আলম, গ্রাম-সঞ্জয়পুর, পোঃ বরুলিয়া, উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।	সদস্য

২। উপরে উল্লেখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ২ নং ক্রমিকের শ্রীমতি পপি রানী সাহা উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ১৬-০৯-২০১২ তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১০.১৫৫—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মিঠাপুকুর, রংপুর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার মিঠাপুকুর উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	উপ-ধারা	ক্যাটাগরী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	মোছাঃ নূর মহল, স্বামী মোহাম্মদ আলী, গ্রাম-ভিকনপুর, ডাক ঃ রানী পুকুর, থানা-মিঠাপুকুর, জেলা-রংপুর।	সদস্য
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	বেগম নাসরিন দিলারা আফরোজ পল্লবী, স্বামী আব্দুর রহিম মুকুল, গ্রাম-খোর্দ্দ মুরাদপুরা, ডাক ঃ বেগম রোকেয়া স্মৃতি, থানা-মিঠাপুকুর, জেলা-রংপুর।	চেয়ারম্যান
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ ফিরোজা বেগম, স্বামী মোঃ আখতারুজ্জামান, গ্রাম ঃ আব্দুল্যাপুরা, ডাক ঃ রানী পুকুর, থানা-মিঠাপুকুর, জেলা-রংপুর।	সদস্য
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ রেহেনা আকতার, স্বামী মোঃ হাশেম আলী, গ্রাম সাদুল্যাপুর, ডাক রানী পুকুর, থানা-মিঠাপুকুর, জেলা-রংপুর।	সদস্য
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ শেফালী বেগম, স্বামী মোঃ নূরুলন্নবী মন্ডল, গ্রাম খোড়াগাছ পশ্চিমপাড়া (রংগতী পাড়া), ডাক পদাগঞ্জ, থানা-মিঠাপুকুর, জেলা-রংপুর।	সদস্য

২। উপরে উল্লেখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ২ নং ক্রমিকের বেগম নাসরিন দিলারা আফরোজ পল্লবী উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ২১-১২-২০১২ তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১০.১৫৬—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার উলিপুর উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	উপ-ধারা	ক্যাটাগরী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	শ্রী রীতা সরকার, স্বামী শ্রী পারর্থ সারথি সরকার, উলিপুর বাজার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।	চেয়ারম্যান
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	মোছাঃ আয়েশা খানম, স্বামী মোঃ শামসুল হক গাটু, সাং-রামদাস ধনিরাম, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।	সদস্য
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ সালেহা খাতুন, স্বামী মোঃ আমজাদ হোসেন তালুকদার, উলিপুর বাজার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।	সদস্য
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	শ্রী কাবেরী পান্ডে, স্বামী শ্রী সৌমেন্দ্র প্রসাদ পান্ডে, উলিপুর বাজার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।	সদস্য
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ রওশন আরা, স্বামী মোঃ আশরাফ উদ্দিন আকন্দ, পাটাভোগ, উলিপুর বাজার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।	সদস্য

২। উপরে উল্লেখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের শ্রী রীতা সরকার উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ২৯-১১-২০১২ তারিখ হতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নূর্সিয়া কমল
সিনিয়র সহকারী সচিব।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

সড়ক বিভাগ

শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ চৈত্র ১৪১৯/৩১ মার্চ ২০১৩

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৬.১২-১১২—জনাব মোঃ সেলিমুজ্জামান, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক চঃ দাঃ), (পরিচিতি নম্বর-০০৫০৭৫), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত পদ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অনুকূলে বিগত ০৯-১০-২০০৫ তারিখে RHE-1/2M-32/97-817 সংখ্যক স্মারক মূলে কানাডায় ৩ (তিন) বছরের জন্য লিয়েন মঞ্জুর করা হয়। উক্ত লিয়েনের মেয়াদ গত নভেম্বর, ২০০৮ এ শেষ হয়েছে;

যেহেতু জনাব মোঃ সেলিমুজ্জামান, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক চঃ দাঃ), (পরিচিতি নম্বর-০০৫০৭৫) মঞ্জুরীকৃত লিয়েনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কর্মস্থলে যোগদান না করে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ২ (ডি) সংজ্ঞা অনুযায়ী ডিজারশন এর অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৩(সি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং কেন তাঁর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করলে তাও লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় রেজিষ্ট্রী এডি ডাকযোগে প্রেরণ করা হলে তা প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফেরত আসায় এবং কোন জবাব দাখিল না করায় বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(সি) মোতাবেক এ বিভাগের উপসচিব জনাব মোঃ আব্দুল মালেক-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ১০-০৯-২০১২ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ সেলিমুজ্জামান, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক চঃ দাঃ), (পরিচিতি নম্বর-০০৫০৭৫) এর বিরুদ্ধে আনীত "ডিজারশন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪ (৩) (ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal from service) এর গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে কেন তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না, সে মর্মে তাকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭ (৬) বিধি মোতাবেক ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দ্বিতীয় (২য়) বার কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু ২য় কারণ দর্শানো নোটিশও জারি না হয়ে ফেরত আসে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি। তৎপ্রেক্ষিতে তাঁকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রেখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪ (৩) (ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের লক্ষ্যে Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬ নম্বর রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের অভিমত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন জনাব মোঃ সেলিমুজ্জামান, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক চঃ দাঃ), (পরিচিতি নম্বর-০০৫০৭৫) কে চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal from service) করার সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু জনাব মোঃ সেলিমুজ্জামান, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক চঃ দাঃ), (পরিচিতি নম্বর-০০৫০৭৫) প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত পদ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal from service) করার বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু জনাব মোঃ সেলিমুজ্জামান, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক চঃ দাঃ), (পরিচিতি নম্বর-০০৫০৭৫), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত পদ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক গত ০৮-১০-২০০৮ তারিখ হতে চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

প্রশাসন-৪(শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ চৈত্র ১৪১৯/৩ এপ্রিল ২০১৩

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৭.২০১২-১১৫—যেহেতু, জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) (পরিচিতি নম্বর-০০৫১০৯), সড়ক বিভাগ, জামালপুর গত ০৩-১২-২০১২ তারিখ ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বৈধ অনুমোদন না নিয়ে ঢাকা আসার জন্য কর্মস্থল ত্যাগ করেন এবং সকাল ৯.৪০ মিনিটে বিনা অনুমতিতে প্রধান প্রকৌশলী, সড়কও জনপথ অধিদপ্তর এর অফিস কক্ষে প্রবেশ করে স্বীয় কর্মস্থল থেকে অন্যত্র বদলী না হওয়ার কারণ জানতে চান এবং এক পর্যায়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন। এ অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না সে মর্মে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রস্তুত করে অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। একই সাথে ব্যক্তিগত শুনানী ও সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কিনা তা লিখিত জবাবে জানানোর জন্যও নির্দেশনা দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে, জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহিদ অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণীর নিরিখে জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করেন; এবং

যেহেতু, গত ২৪-০২-২০১৩ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং তার বক্তব্যের বিষয়টি যাচাই করার জন্য গত ০৭-০৩-২০১৩ তারিখ প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর গত ০৩-১২-২০১২ তারিখের লিখিত প্রস্তাব, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্ত জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, জামালপুর সড়ক বিভাগ এর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানী এবং জনাব মোঃ আমিনুর রহমান লস্কর, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর ব্যক্তিগত শুনানী পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রধান প্রকৌশলীর লিখিত চিঠির ভিত্তিতে প্রণীত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীতে বর্ণিত উভয় অভিযোগের সত্যতা রয়েছে; এবং

যেহেতু অধস্তন কর্মকর্তা কর্তৃক অধিদপ্তর প্রধানের সহিত ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ কোন ভাবেই কাম্য হতে পারেনা এবং এতে চেন অব কমান্ড ভেঙ্গে গিয়ে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; এবং

যেহেতু, অসদাচরণ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং সেপ্রেক্ষিতে তাঁকে অসদাচরণ এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হল; এবং

এক্ষণে জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহিদ (পরিচিতি নম্বর-০০৫১০৯), নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), জামালপুর সড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২) (এ) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে তিরস্কার (censure) দণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

সওজ গেজেটেড সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ এপ্রিল ২০১৩

নং ৩৫.০২২.০১৫.০০.০০.০১০.২০০০-২১৭—যেহেতু জনাব রিয়ায আহমেদ জাবের (পরিচিতি নম্বর-০০৫০১৯), নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, প্রধান প্রকৌশলীর, দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দণ্ডবিধির ১৬১/১২০(বি) ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় বনানী থানায় ১৭-১২-২০১২ তারিখে ১৯ নম্বর মামলা রুজু করা হয়েছে;

যেহেতু উক্ত মামলায় গত ১৩-০৩-২০১৩ তারিখ গ্রেফতার হয়ে তিনি বর্তমানে জেল হাজতে অন্তরীণ রয়েছেন;

সেহেতু বি.এস.আর. পার্ট-১ এর ৭৩ নম্বর বিধির নোট-২ অনুসারে জনাব রিয়ায আহমেদ জাবের (০০৫০১৯)কে গ্রেফতার হওয়ার তারিখ ১৩-০৩-২০১৩ হতে সরকারি চাকুরী থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

সওজ সম্পত্তি অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ ফাল্গুন ১৪১৯/১৪ মার্চ ২০১৩

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৭.০০৪.১৩(অংশ-১)-৯১—সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ জোনের অধীন মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলায় কাজীরটেক নামক স্থানে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর নির্মাণাধীন ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু'র নাম ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (আচমত আলী খান সেতু) হিসেবে সরকার নামকরণ করিলেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রওশন আরা বেগম
উপসচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-১ শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ, ৯ বৈশাখ ১৪২০/২২ এপ্রিল ২০১৩

নং ৩৪.০৫১.০৮.০০৪.০১.০০.১৫.২০১৩-২৪৮—যেহেতু জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন খান, সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য), ময়মনসিংহ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর ঢাকা-এ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সি আর মামলা নং ৬১০/১২ বিচারাধীন আছে;

যেহেতু তিনি গত ১৯-২-২০১৩ তারিখে গ্রেফতার হন এবং ২৮-৩-২০১৩ তারিখে জেল হাজত হতে জামিনে মুক্তি পান;

যেহেতু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের (তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়) মেমোঃ নং ED (RegVI)S123/78/115(500), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ মোতাবেক তিনি চাকুরী থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত যোগ্য;

সেহেতু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য), জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন খান-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোর্শেদা আক্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের প্রতিস্থাপিত পত্র]

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ চৈত্র ১৪১৯/২৭ মার্চ ২০১৩

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০২.০১০.১২-২৭৬—যেহেতু জনাব এ. কে. এম গোলাম আযম, প্রধান শিক্ষক, বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, খুলনা)-এর বিরুদ্ধে গত ১-৯-২০১২ তারিখে গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, খুলনায় নাপিত ডেকে এনে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির ১১৪ জন ছাত্রের মাথার চুল কেটে দেয়ার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণের' দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন; এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে ১৯-৩-২০১৩ তারিখে হাজির হয়ে ভুলের দোষ স্বীকার করেন; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব ও উপস্থাপিত অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনাসহ ব্যক্তিগত শুনানীতে অভিযোগের সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২) বিধি মোতাবেক জনাব এ. কে. এম গোলাম আযমকে দোষী সাব্যস্ত করে তিরস্কার (censure) করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ মার্চ ২০১৩/১১ চৈত্র ১৪১৯

নং শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ-২)/১৪৮—আগামী ২০১৫ সালের আলিম পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ।

২। **প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ ঃ**

পরীক্ষার নাম	গ্রুপ	বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামো) প্রশ্নের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর	মোট নম্বর
আলিম	বিজ্ঞান	পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান	৪০	৩৫	২৫	১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০-৪-২০০৮ তারিখের নং শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬ সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃক্তি-ক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

অধিশাখা-১০

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৭ চৈত্র ১৪১৯/৩১ মার্চ ২০১৩

নং ৩৭.০০.০০০০.৭১.০৭.০০৪.১০(অংশ)-২৭৭—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর তফসিল-২ এর বিধি অনুসারে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) এবং এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও পরিবহণ সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/ ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অনুমোদন করা হ'ল ঃ

আহ্বায়ক

(১) সদস্য (অর্থ), এনসিটিবি, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) সদস্য (পাঠ্যপুস্তক), এনসিটিবি, ঢাকা

(৩) পরিচালক (মাধ্যমিক), মাউসি অধিদপ্তর

(৪) প্রতিনিধি, বিসিআইসি

(৫) প্রতিনিধি, বিসিএসআইআর

(৬) উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি

(৭) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপ সচিব, অধিশাখা-১০)।

সদস্য-সচিব

(৮) বিতরণ নিয়ন্ত্রক, এনসিটিবি

২। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৭-৩-২০১৩ তারিখে একই বিষয়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৭.০০৪.১০-(অংশ)-২১৮ এতদ্বারা বাতিল করা হ'ল।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হ'ল।

নং ৩৭.০০.০০০০.৭১.০৭.০০৪.১০(অংশ)-২৭৮—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর তফসিল-২ এর বিধি অনুসারে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ইবতেদায়ী এবং দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও পরিবহনের সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/ ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অনুমোদন করা হ'ল ঃ

আহ্বায়ক

(১) সদস্য (পাঠ্যপুস্তক), এনসিটিবি, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) সদস্য (অর্থ), এনসিটিবি, ঢাকা

(৩) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড

(৪) প্রতিনিধি, বিসিআইসি

(৫) প্রতিনিধি, বিসিএসআইআর

(৬) উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি

(৭) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপ সচিব, মাদরাসা)

সদস্য-সচিব

(৮) বিতরণ নিয়ন্ত্রক, এনসিটিবি

২। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৭-৩-২০১৩ তারিখে একই বিষয়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৭.০০৪.১০-(অংশ)-২১৭ এতদ্বারা বাতিল করা হ'ল।

৩। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হ'ল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ অলিউল্লাহ
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৬ চৈত্র ১৪১৯/২০ মার্চ ২০১৩

নং শিম/শাঃ ১৮/বঃকৃঃবিঃ-১/৯৯/১০২—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এর ১০(১) ধারা মোতাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্টোমলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান-কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিম্নেবর্ণিত শর্তে ৪ (চার) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে নির্ধারিত সময়কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁর নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তিনি বর্তমান পদের বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি ভাইস-চ্যান্সেলর পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন;

(ঙ) এ নিয়োগ আদেশ তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

নং শিম/শাঃ ১৮/২ রাঃ বিঃ-১/৯৭/১০৩—রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩ এর ১১(২) ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মিজানউদ্দিন-কে নিম্নেবর্ণিত শর্তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর অথবা সিনেট কর্তৃক প্যানেল তৈরীপূর্বক নতুন ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তিনি বর্তমান পদের বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি ভাইস-চ্যান্সেলর পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন;

(ঙ) এ নিয়োগ আদেশ তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

তারিখ, ১০ চৈত্র ১৪১৯/২৪ মার্চ ২০১৩

নং শিম/শাঃ ১৮/১০ এম(উবি)-৪/৯২/১০৫—বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ এর ১২(১) ধারার বিধানমতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. এম. এ. মান্নান-কে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে নির্ধারিত সময়কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁর নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তিনি বর্তমান পদের বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি ভাইস-চ্যান্সেলর পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন;

(ঙ) এ নিয়োগ আদেশ তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

তারিখ, ১৪ চৈত্র ১৪১৯/২৮ মার্চ ২০১৩

নং শিম/শাঃ ১৮/৬ জাঃ বিঃ-৬/৮৮(অংশ)/১০৯—জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩ এর ১৩(১) ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক এম. এ. মতিন-কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নেবর্ণিত শর্তে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর উপযুক্ত মনে করলে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই এ নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তিনি তাঁর বর্তমান বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি বিধি মোতাবেক বাসস্থান ও যানবাহন সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও আইন দ্বারা নির্ধারিত ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন;

(ঙ) এ নিয়োগ আদেশ তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

লায়লা আরজুমান্দ বানু
উপ-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-২)।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ চৈত্র ১৪১৯/২৮ মার্চ ২০১৩

নং শিম/শাঃ ১৮/৬ জাঃ বিঃ-৬/৮৮(অংশ)/১০৯—জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩ এর ১৩(১) ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক এম. এ. মতিন-কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নেবর্ণিত শর্তে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর উপযুক্ত মনে করলে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই এ নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তিনি তাঁর বর্তমান বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি বিধি মোতাবেক বাসস্থান ও যানবাহন সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও আইন দ্বারা নির্ধারিত ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন;

(ঙ) এ নিয়োগ আদেশ তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

লায়লা আরজুমান্দ বানু
উপ-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-২)।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ চৈত্র ১৪১৯/২৮ মার্চ ২০১৩

নং শিম/শাঃ ১৮/৬ জাঃ বিঃ-৬/৮৮(অংশ)/১১০—জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩ এর ১৩(১) ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আফসার উদ্দিন-কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিম্নেবর্ণিত শর্তে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর উপযুক্ত মনে করলে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই এ নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তিনি তাঁর বর্তমান বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি বিধি মোতাবেক বাসস্থান ও যানবাহন সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও আইন দ্বারা নির্ধারিত ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন;

(ঙ) এ নিয়োগ আদেশ তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

লায়লা আরজুমান্দ বানু
উপ-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-২)।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ চৈত্র ১৪১৯/২৮ মার্চ ২০১৩

নং শিম/শাঃ ১৮/৬ জাঃ বিঃ-৬/৮৮(অংশ)/১১০—জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩ এর ১৩(১) ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আফসার উদ্দিন-কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর উপযুক্ত মনে করলে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই এ নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তিনি তাঁর বর্তমান পদের বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি বিধি মোতাবেক বাসস্থান ও যানবাহন সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও আইন দ্বারা নির্ধারিত ও ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন;

(ঙ) এ নিয়োগ আদেশ তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

লায়লা আরজুমান্দ বানু
উপ-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-২)।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ চৈত্র ১৪১৯/৪ এপ্রিল ২০১৩

নং শাঃ ১৮/৭ ইঃ বিঃ-৩/৮৭/১২৮—ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেজারার অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহজাহান আলী-এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ এর ১২(১) ধারা মোতাবেক প্রফেসর ড. মোঃ আফজাল হোসেন, ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-কে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর নিম্নেবর্ণিত শর্তে ইসলামী বিশ্বদ্যিালয়ের ট্রেজারার পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) ট্রেজারার পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর উপযুক্ত মনে করলে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই এ নিয়োগাদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) ট্রেজারার পদে তিনি তাঁর বর্তমান পদের বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি বিধি মোতাবেক ট্রেজারার পদের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ এর ১২(৩)(৪)(৫)(৬) ও (৭) উপধারা মোতাবেক ট্রেজারার তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন;

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

লায়লা আরজুমান্দ বানু
উপ-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-২)।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৪ বৈশাখ ১৪২০/১৭ এপ্রিল ২০১৩

নং শিম/শাঃ ১৮/১১ জাতীয় বিঃ-৪/৯৩/১৪৫—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২-এর ১৩(১) ধারা অনুযায়ী প্রফেসর ড. মুনাজ আহমেদ নুর, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা-কে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর নিম্নোক্ত শর্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর উপযুক্ত মনে করলে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই এ নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে কর্মরত থাকাকালীন তিনি তাঁর বর্তমান পদের বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি বিধি মোতাবেক বাসস্থান ও যানবাহন সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন;

(ঙ) এ নিয়োগ তাঁর যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

লায়লা আরজুমান্দ বানু
উপ-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-২)।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৪ বৈশাখ ১৪২০/১৭ এপ্রিল ২০১৩

নং শিম/শাঃ ১৮/১১ জাতীয় বিঃ-৪/৯৩/১৪৬—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২-এর ১৩(১) ধারা অনুযায়ী প্রফেসর ড. মোঃ আসলাম ভূঁইয়া, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-কে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর নিম্নোক্ত শর্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে নির্ধারিত সময়কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই এ নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে কর্মরত থাকাকালীন তিনি তাঁর বর্তমান পদের বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি বিধি মোতাবেক বাসস্থান ও যানবাহন সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন;

(ঙ) এ নিয়োগ তাঁর যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

লায়লা আরজুমান্দ বানু
উপ-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-২)।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৪ বৈশাখ ১৪২০/১৭ এপ্রিল ২০১৩

নং শিম/শাঃ ১৮/জাতীয় বিঃ-৬/৯৮/১৪৭—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২-এর ১৪(১) ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক মোঃ নোমান উর রশীদ-কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) ট্রেজারার পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর উপযুক্ত মনে করলে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই এ নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) ট্রেজারার পদে তিনি মাসিক ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা সম্মানীভাতা পাবেন;

(গ) তিনি বিধি মোতাবেক ট্রেজারার পদের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন/সংবিধি মোতাবেক ট্রেজারার তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন;

(ঙ) তাঁর এ নিয়োগ যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর করা হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

লায়লা আরজুমান্দ বানু
উপ-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-২)।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ বৈশাখ ১৪২০/২৪ এপ্রিল ২০১৩

নং শিম/শাঃ ১৮/কুঃ বিঃ-৩/২০০৭/১৫২—কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬-এর ১২(১) ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা এর চেয়ারম্যান প্রফেসর কুন্ডু গোপীদাস-কে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) ট্রেজারার পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর উপযুক্ত মনে করলে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই এ নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) ট্রেজারার পদে তিনি মাসিক ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা সম্মানীভাতা পাবেন;

(গ) তিনি বিধি মোতাবেক ট্রেজারার পদের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ এর ১২(২)(৩)(৫)(৬)(৭) ও (৮) উপধারা মোতাবেক ট্রেজারার তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন;

(ঙ) তাঁর এ নিয়োগ যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর করা হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে
লায়লা আরজুমান্দ বানু
উপ-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-২)।

শাখা-১৯

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৬ চৈত্র ১৪১৯/২০ মার্চ ২০১৩

নং শাঃ ১৯/৯সিঃবিঃ-৩/৯৪/১১২—শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮৭ এর ১১(২) ধারা মোতাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর পরবর্তী উপাচার্য দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. ইলিয়াস উদ্দীন বিশ্বাস-কে তাঁর বর্তমান দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে উপাচার্যের সাময়িক দায়িত্ব প্রদান করেছেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

তারিখ, ২১ চৈত্র ১৪১৯/৪ এপ্রিল ২০১৩

নং শিম/শাঃ ১৯/যঃ বিঃ প্রঃ বিঃ-১/২০০৮/১৩১—যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ এর ১০(১) ধারা মোতাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার-কে নিম্নবর্ণিত শর্তে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর-এর ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর দায়িত্বের ধারাবাহিকতাক্রমে দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে নির্ধারিত সময়কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁর নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তিনি বর্তমান পদের বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি ভাইস-চ্যান্সেলর পদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন;

(ঙ) এই নিয়োগ আদেশ তাঁর বর্তমান দায়িত্বের ধারাবাহিক ক্রমে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মাঈনউদ্দিন চৌধুরী
উপ-সচিব (বৃত্তি)।

অধিশাখা-২৩ (প্রশিক্ষণ)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ ফাল্গুন ১৪১৯/১৩ মার্চ ২০১৩

নং **শিম/শাঃ ২৩/৩বিএমটিটিআই-৩(বিওজি)/২০০৯/৯২**—বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) এর বোর্ড অব গভর্ণরস (বিওজি) এর গঠনতন্ত্র মোতাবেক বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) এর বোর্ড অব গভর্ণরস নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পদাধিকার বলে)।

সদস্যবৃন্দ

(২) ভাইস চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

(৩) ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর মনোনীত একজন প্রতিনিধি (অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহে)।

(৪) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(৫) মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)।

(৬) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব(কারিগরি ও মাদ্রাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

(৭) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

(৮) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

(৯) জেলা প্রশাসক, গাজীপুর।

(১০) অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

সভাপতি মনোনীত সদস্যবৃন্দ

(১১) প্রফেসর আখতারুজ্জামান, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(১২) আলহাজ্ব মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী, অধ্যক্ষ, শ্রীপুর ভাংনাহাটি রহমানিয়া কামিল মাদ্রাসা, গাজীপুর।

সদস্য-সচিব

(১৩) অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

২। উক্ত বোর্ড অব গভর্ণস নিম্নলিখিত শর্তাবলী অনুসরণ করবেন ঃ

(ক) বোর্ড অব গভর্ণসের সভা বছরে ন্যুনতম ৩ (তিন) বার অনুষ্ঠিত হবে, প্রয়োজন হলে ৩ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে জরুরী সভার আয়োজন করা যাবে;

(খ) মনোনয়নযোগ্য পদে সদস্যগণ তিন বছরের জন্য মনোনীত হবেন, তবে পরবর্তীতে নতুন সদস্য মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত তারা স্বপদে বহাল থাকবেন;

(গ) কমপক্ষে পাঁচ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(ঘ) সভাপতির উপস্থিতিতে যে কোন একজন সদস্য অন্যান্য সদস্যগণের সম্মতিক্রমে সভায় সভাপতিত্ব করবেন;

(ঙ) সদস্য-সচিব সভাপতির সাথে আলোচনা করে সভার বিজ্ঞপ্তি জারী, কার্যবিবরণী ও দলিলপত্র সংরক্ষণ করবেন;

(চ) পুনর্গঠিত বোর্ড অব গভর্ণরস এর মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর।

৩। বোর্ড অব গভর্ণস এর নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও কার্যবলী থাকবে ঃ

(ক) বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নীতিগত কর্মকাঠামো ও কর্মসম্পাদনের কর্মপরিকল্পনা আলোচনা করা;

(খ) বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের বার্ষিক একাডেমীক পরিকল্পনা অনুমোদন করা;

(গ) বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করা;

(ঘ) বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য কাজ সম্পন্ন/নিষ্পন্ন/পরিচালনা করা।

মোঃ হেলাল উদ্দিন
উপ-সচিব (প্রশিক্ষণ)।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ বৈশাখ ১৪২০/১৫ এপ্রিল ২০১৩

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১/২০১০/৯৪—যেহেতু, এ কে এম বজলুর রশীদ তালুকদার, সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, কিশোরগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) উপবিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দালিখ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানী শেষে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তান্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) উপবিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, এ কে এম বজলুর রশীদ তালুকদার, সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, কিশোরগঞ্জ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আখতার হোসেন
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৫ মার্চ ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০০৩.১৩-৩৬৬—জনাব মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, সাবেক পুলিশ সুপার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (পরিচালক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ হিসেবে বদলির আদেশপ্রাপ্ত ও বর্তমানে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে রিপোর্টকৃত)-কে দায়িত্ব পালনে চরম উদাসীনতা ও কর্তব্যে অবহেলার কারণে এতদ্বারা চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি ঢাকা রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৪ মার্চ ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০০৪.১৩(অংশ-২)-৩৪৩—যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম, সহকারী মহাপুলিশ পরিদর্শক (এআইজি), বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরের জবাব প্রস্তুতের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৭-২-২০১৩ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০০৪.১৩(অংশ-২)- ২৮৫ নম্বর স্মারকে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি নির্ধারিত সময়ে লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেছেন; এবং

৩। যেহেতু, তাঁর জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত ও প্রেরণকালে সংশ্লিষ্ট পদে কর্মরত ছিলেন না। জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরের জবাব প্রস্তুত ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ঘটনার পরিবর্তীতে তাকে উক্ত পদে পদায়ন করা হয়। ফলে এ বিষয়ে তাঁর কোন ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব থাকার সুযোগ ছিল না বিধায় এ বিভাগীয় মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করার মত কোন উপাদান নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম, সহকারী মহাপুলিশ পরিদর্শক (এআইজি), বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে উক্ত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৪ মার্চ ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০১৯.২০১২-৩৬১—যেহেতু, জনাব সরকার মোঃ মাহবুব হাসান, সহকারি পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা এর বিরুদ্ধে দু'টি বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী অফিসার হিসেবে অন্যত্র বদলী হয়ে যাওয়ার পর মামলার তদন্ত নথি ফেরত দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে তদন্ত নথি নিজের কাছে রাখাসহ বদলী হয়ে যাওয়ার প্রায় সাত মাস পর বদলীকৃত পদবীতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি অনুসারে যথাক্রমে অদক্ষতা ও অসদাচরণের দায়ে এ মন্ত্রণালয়ের ৩১-১২-২০১২ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০১৯.২০১২-৯৯৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করা হয় এবং তাঁকে দশ কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

২। যেহেতু তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করায় গত ৫-৩-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাজগপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক বিষয়াদি, অভিযোগের গুরুত্ব ও সার্বিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এ অপরাধের দায়ে তাঁকে লঘুদণ্ড প্রদান করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৪। সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত জনাব সরকার মোঃ মাহবুব হাসান, সহকারি পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৭(২)(বি) বিধি অনুসারে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক দুই বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার দণ্ড প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৭ মার্চ ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০০৭.১২-৩৭৬—যেহেতু, বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে সংযুক্ত সহকারি পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ (প্রাক্তন স্টাফ অফিসার টু-ডিআইজি, বরিশাল রেঞ্জ) এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নং-৪, ঢাকা এর মামলা নং ১১৮/১২-তে বিজ্ঞ আদালত গত ১৯-২-২০১৩ তাঁর জামিন বাতিল করে তাঁকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। বর্তমানে তিনি জেল হাজতে আটক রয়েছেন; এবং

২। যেহেতু বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭৩ মোতাবেক উক্ত কর্মকর্তা ১৯-২-২০১৩ তারিখ থেকে হাজতে আটক থাকায় তাকে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করা সমীচীন;

৩। সেহেতু, বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭৩ মোতাবেক বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে সংযুক্ত সহকারি পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ-কে ১৯-২-২০১৩ তারিখ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

৪। বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭১ মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন তিনি খোরাকি ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২ এপ্রিল ২০১৩

নং ব্যক্তিগত-১/২০১১-৩৮৭—যেহেতু জনাব শেখ জয়নুদ্দীন, সাবেক সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার, পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহী (বর্তমানে সিনিয়র সহাকরি পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা) এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ সিএমএম আদালত, ঢাকার সিআর ৪৯২/২০১১ নং মামলা এবং মিরপুর মডেল থানা, ঢাকার মামলা নং ০৩, তারিখ ১-৫-২০১২-তে তিনি বর্তমানে জামিনে আছেন; এবং

২। যেহেতু বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭৩ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়) ২১-১১-১৯৭৮ তারিখের ইডি(রেগ-৬)১২৩/৭৮-১১৫(৫০০) নম্বর মেমোরেন্ডাম মোতাবেক উক্ত কর্মকর্তা Taken into custody মর্মে গণ্য বিধায় উক্ত বিধি মোতাবেক তাঁকে চাকুরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা সমীচীন।

৩। সেহেতু বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭৩ মোতাবেক জনাব শেখ জয়নুদ্দীন, সাবেক সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার, পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহী (বর্তমানে সিনিয়র সহকারি পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা)-কে চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

৪। বাংলাদেশ সার্ভিস রুল বি.এস.আর পার্ট-১, এর ৭১ বিধি অনুযায়ী সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন তিনি খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৪ এপ্রিল ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০০৯.২০১২-৪০৪—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ সুলাইমান, পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ১০ম এপিবিএন, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি এর বিরুদ্ধে সিনিয়র সহকারি পুলিশ কমিশনার, গোয়েন্দা অপরাধ তথ্য বিভাগ (উত্তর), ডিএমপি, ঢাকা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে জোড়া খুনের একটি চাঞ্চল্যকর মামলার আলামত হিসেবে একটি মোবাইল ফোন সিডিআর পর্যালোচনা শেষে তদন্তকারী অফিসার বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে নিজ হেফাজতে রাখা, তদন্তকালে সংগৃহীত উক্ত মোবাইল ফোন সেটটি আলামত হিসেবে বিবেচ্য হওয়া সত্ত্বেও তা জব্দ করার ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ও তাঁর ভাই মোঃ মোসলেহ উদ্দিন এর নিকট হতে উক্ত ফোন সেটটি উদ্ধার হওয়ার কারণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৩-১০-২০১২ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০০৯.২০১২-৮০৯ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করা হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানী চাইলে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণপূর্বক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১১-২-২০১৩ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০০৯.২০১২-১২২ স্মারকে জনাব মোঃ মাহবুব আলম পিপিএম, পুলিশ সুপার, শিল্পাঞ্চল পুলিশ-৪, নারায়ণগঞ্জ কে তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্তকারী অফিসার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন,সাক্ষ্য, জবানবন্দী, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় বিবেচ্য ব্যক্তি কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন একজন দক্ষ কর্মকর্তা। মূলতঃ তাঁর অমনোযোগিতা ও অসতর্কতার কারণে এমন গুরুতর বিচ্যুতিসমূহ ঘটেছে। এতে তাঁর অসৎ উদ্দেশ্য ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তিনি দায়মুক্ত হতে পারেন না।

৪। সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির যথোচিত সতর্কতা অবলম্বনে ব্যর্থতা এবং পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পালন না করা জনিত কারণে গুরুতর ত্রুটি সংঘটিত হওয়ায় জনাব মোহাম্মদ সুলাইমান, পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ১০ম এপিবিএন, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি (সাবেক সিনিয়র সহকারি পুলিশ কমিশনার, গোয়েন্দা অপরাধ তথ্য বিভাগ (উত্তর), ডিএমপি, ঢাকা)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(এ) এবং ৩(বি) বিধি মোতাবেক একই বিধিমালার ৪(ক) বিধি অনুযায়ী “তিরস্কার” দণ্ড আরোপ করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৮ এপ্রিল ২০১৩

নং স্বঃমঃ(পুঃ-১)/ব্যক্তিগত-১৬/২০১১-৪২৫—যেহেতু, জনাব আবুল ফজল মহম্মদ তারিক হোসেন খাঁন, সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা (সাবেক সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার, কালীগঞ্জ সার্কেল, গাজীপুর) এর বিরুদ্ধে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানায় গ্রেফতারকৃত আসামীগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজুর জন্য চাপ প্রয়োগ, আসামীদের বাড়িতে অবৈধ প্রবেশ করে ভয়ভীতি প্রদর্শন, অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করে নিজ হেফাজতে নিয়ে মনগড়াভাবে জব্দ তালিকা প্রস্তুত, কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ ও ইন্সপেক্টর (তদন্ত) এর সাথে রুঢ় আচরণ ও ডাকাতি মামলার খোয়া যাওয়া মালামাল উদ্ধারসহ মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান না করার অভিযোগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং স্বঃমঃ (পুঃ-১)/ব্যক্তিগত-১৬/২০১১/৮৭৯ তারিখ ১০-১০-২০১১ মূলে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগ নামা জারী করা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন। ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণের পর তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা তদন্ত করার জন্য জনাব মাহবুব হোসেন, অতিরিক্ত ডিআইজি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত রিপোর্ট এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেন; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক বিষয়াদি পর্যালোচনা, পরীক্ষা ও বিবেচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৪। সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত জনাব আবুল ফজল মহম্মদ তারিক হোসেন খাঁন, সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা (সাবেক সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার, কালীগঞ্জ সার্কেল, গাজীপুর)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৫) বিধি মোতাবেক আনীত অভিযোগসমূহের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব।

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ এপ্রিল ২০১৩

নং স্বঃমঃ (পুঃ-১)/ব্যক্তিগত-২৫/২০০৯/৪৪২—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, সহকারি রাসায়নিক পরীক্ষক, সিআইডি, ঢাকা (বর্তমানে 39-30.59th ST APT# F6 WOODSIDE NEW YORK NY 11377.USA) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ৪-৩-২০০৯ তারিখের ১৭২ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে ২১ (একুশ) দিনের বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটিতে আমেরিকা গিয়ে যথা সময়ে কর্মস্থলে হাজির না হওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং স্বঃমঃ (পুঃ-১)/ব্যক্তিগত-২৫/২০০৯/৯৭১ তারিখ ২২-১১-২০০৯ মূলে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধিমতে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করা হয়; এবং

২। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, সহকারি রাসায়নিক পরীক্ষক, সিআইডি, ঢাকা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কৈফিয়ত তলবের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ২৭-২-২০১২ তারিখের স্বঃমঃ(পুঃ-১)/ব্যক্তিগত-২৫/২০০৯/১৪৭ নম্বর স্মারকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এআইজি (চলতি দায়িত্বে) জনাব তাপতুন নাসরীন-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৭-৫-২০১২ তারিখে অত্র মন্ত্রণালয়ে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্তকরণের (Dismissal from Service) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন-কে গত ৩১-৫-২০১২ তারিখের স্বঃমঃ(পু-১)/ব্যক্তিগত-২৫/২০০৯/৪৮১ নম্বর স্মারকে বিধি মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ ৩-১১-২০১২ তারিখে দৈনিক যুগান্তর এবং ২৬-১০-২০১২ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায়ও প্রকাশ করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের কোন জবাব দাখিল করেননি; এবং

৪। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন-কে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্তকরণের (Dismissal from Service) দণ্ড আরোপের বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৭) বিধি অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ১১-১২-১২ তারিখের স্বঃমঃ(পু-১)/ব্যক্তিগত-২৫/২০০৯/৯৫৭ নম্বর স্মারকে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয় এবং সরকারি কর্মকমিশন তাঁদের ৬-২-২০১৩ তারিখের ৮০.১০৬.০৩৪.০১.০০.০০৫.২০১২. ৩১৭ নম্বর স্মারকে জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন-কে উপরোক্ত দণ্ড আরোপের বিষয়ে একমত পোষণ করে। অতঃপর জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন-কে চাকুরি হতে বরখাস্তকরণের (Dismissal from Service) প্রস্তাবটি গত ১৬-৪-২০১৩ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

৫। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, সহকারি রাসায়নিক পরীক্ষক, সিআইডি, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধির আওতায় অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্তক্রমে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হলো।

৬। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব।

কারা-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ এপ্রিল ২০১৩

নং স্বঃমঃ ১ম-৭/২০০৮(অংশ-১)(কারা-১)-১৪১—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রাক্তন সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগার (বর্তমান সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক, সাময়িক বরখাস্ত, রাজশাহি কেন্দ্রিয় কারাগার, রাজশাহি) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা নং স্বঃমঃ ১ম-০৭/২০০৮(কারা-১)-২৫৮, তারিখ ৩১-৫-২০১২ রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিগত ১-৭-২০১২ তাঁর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং জবাবের প্রেক্ষিতে ৩০-৭-২০১২ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, যথারীতি তার শুনানি শেষে বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলাটি তদন্তপূর্বক ৬-৩-২০১৩ তারিখে অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মন্তব্য করে প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামার জবাব, তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করলেন—

(১) সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী আনীত অভিযোগ হতে জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম-কে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

(২) তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক চাকুরিতে পুণবর্হাল করা হলো।

(৩) জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সাময়িক কর্মচ্যুতির সময়কাল কর্মরত ছিলেন বলে গণ্য হবে এবং তিনি উক্ত সময়ে প্রাপ্য বেতন ও বিধি মোতাবেক অন্যান্য ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব।

পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ এপ্রিল ২০১৩

নং স্বঃমঃ(পুলিশ-১)/শৃংখলা-২৫/২০০৭/৪৪৯—জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ, পিপিএম, সহকারি পুলিশ সুপার, রাজবাড়ী-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৩-২-২০১০ তারিখের স্বঃমঃ(পু-১)/শৃংখলা-২৫/২০০৭/৮৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত ৩ (তিন) বছরের জন্য নিম্ন বেতনক্রমে নামিয়ে (Reduction to a lower time scale) দেয়ার দণ্ডাদেশ এটি ১১০/২০১০ নম্বর মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে এতদ্বরা প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপ সচিব।

আইন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৪ মার্চ ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০১.২০১২-৩৬৬—গত ২২-২-২০১৩ তারিখ জুম্মার নামাজ শেষে মোঃ সাইফুল্লাহ মুনসুরসহ ৩৯ জন এবং অজ্ঞাতনামা ৩/৪ শত জন আসামী মঠবাড়িয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ হতে বে-আইনি জনতা দলবদ্ধভাবে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তৌহিদি জনতার ছদ্ম ব্যানারে আইন বলে প্রতিষ্ঠিত সরকার ও রাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা সৃষ্টি করে সরকার বিরোধী ও রাষ্ট্র বিরোধী শ্লোগান দিয়ে মারমুখী অবস্থায় মঠবাড়িয়া পৌরসভা চত্বরে অনধিকার প্রবেশ করে গণজাগরণ মঞ্চ ভাংচুর করে অনুমান ২০,০০০ টাকার ক্ষতি করে। শহীদ মিনার ভাংচুর করার জন্য উদ্যত হলে পুলিশ, বাদী ও সচেতন জনতা তাদেরকে বাধা প্রদান করলে এজহার নামীয় আসামী মনির খুন করার উদ্দেশ্যে লোহার রড দিয়ে এলোপাথাড়ি মারিপিট করে হাড় ভাঙ্গা জখম, ফুলা জখম এবং স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয়। এছাড়া আসামী রাকিব তার পকেট হতে বাংলাদেশ জাতীয় পতাকা বের করে জাতীয় পতাকার প্রতি অবমাননা করে পতাকা ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে। আসামীদের বিরুদ্ধে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানায় মামলা নং ৪৪, তারিখ ২২-২-২০১৩, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ধারা ১৪৩/১৪৪/৪৪৭/৩২৩/৩২৫/৩০৭/৪২৭/৩৫৩/৩৭৯/১২৪-ক মোতাবেক মামলা রুজু করা হয়। উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারায় পৃথক একটি মামলা রুজু করার লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মঠবাড়িয়া থানা, পিরোজপুর'কে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্‌দ্বারা প্রদান করা হলো।

তারিখ, ৮ এপ্রিল ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০১.২০১২-৪৩৫—মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়কে কেন্দ্র করে জামায়াত-শিবির সমর্থক বেআইনী জনতা চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানাধীন দক্ষিণ জলদি মহাজন পাড়া এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ীতে ও মন্দিরে আক্রমন, ভাংচুর, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এবং হতাহত করে। আসামীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে কঠোর আঘাত, বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টিসহ ধর্মীয় ভাবমূর্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে পেনাল কোডের ১২০-খ/১৫৩-ক/২৯৫-ক/৫০৫ ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়। উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০-খ/১৫৩-ক/২৯৫-ক/৫০৫ ধারায় নিয়মিত মামলা রুজু করার লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাঁশখালী থানা, চট্টগ্রাম' কে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬/১৯৬-ক ধারার অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্‌দ্বারা প্রদান করা হলো।

তারিখ, ৯ এপ্রিল ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০১.২০১৩-৪৪৫—মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়কে কেন্দ্র করে জামায়াত-শিবির সমর্থক বেআইনী জনতা চট্টগ্রামের সাতকানীয়া থানাধীন বুড়ীর দোকান, রূপনগর, কুলনাথপাড়া এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ীতে ও মন্দিরে আক্রমন, ভাংচুর, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এবং হতাহত করে। আসামীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে কঠোর আঘাত, বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টিসহ ধর্মীয় ভাবমূর্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করায় পেনাল কোডের ১২০-খ/১৫৩-ক/২৯৫-ক/৫০৫ ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়। উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০-খ/১৫৩-ক/২৯৫-ক/৫০৫ ধারায় নিয়মিত মামলা রুজু করার লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাতকানীয়া থানা, চট্টগ্রাম' কে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬/১৯৬-ক ধারার অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্‌দ্বারা প্রদান করা হলো।

তারিখ, ২৩ এপ্রিল ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০৪.২০১১-৪৯০—ডিএমপি, ঢাকা'র যাত্রাবাড়ি থানার মামলা নং ৭৯, তারিখ ২৫-৩-২০১২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ৫৭(২) ধারা মামলায় পেনাল কোড ১২৩-ক ধারা সংযোজনের জন্য বিজ্ঞ আদালত তদন্তকারী অফিসারের আবেদন মঞ্জুর করেন। বর্ণিত মামলার আসামীদের কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২৩-ক ধারায় অভিযোগ দায়ের করার লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যাত্রাবাড়ি থানা, ডিএমপি, ঢাকা' কে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০১.২০১২-৪৯৪—গত ১৮-৩-২০১৩ তারিখ রাজশাহী জেলার মতিহার থানাধীন বিনোদপুর মসজিদের পার্শ্বে জনৈক প্রফেসর ডঃ উমার আলীর বাড়ীতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের একটি অবৈধ অফিসে তল্লাশীকালে বিভিন্ন প্রকার জেহাদী বই, মুখোশ, প্রচার পত্র, বিভিন্ন লিফলেট, ব্যানার, বিভিন্ন চেক বহি, চাঁদা উত্তোলনের হিসাব সংক্রান্ত বিভিন্ন লেজার বহি ইত্যাদি পাওয়া যায় এবং তাদের জেহাদী বই সংক্রান্তে একটি লাইব্রেরীরও সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আশরাফুল আলম ইমনসহ ২১ জন এবং আরও অনেকে এ কার্যালয় হতে গোপন বৈঠকে ও সরকারের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করত। তারা অপরাধ-মূলক কর্মকাণ্ড করাকালীন পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে মুখোশ ব্যবহার করত। তাদের বই পত্র, লিফলেট পবিত্র ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী হওয়ায় নতুন ছাত্রগণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক গোপন ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কার্যে নিয়োজিত থাকে। উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহীতা এবং দণ্ডবিধি ১২০-খ ধারায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা রুজু করার লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মতিহার থানা, আরএমপি, রাজশাহী 'কে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার এবং ১৯৬-ক ধারার অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-সচিব।

পরিকল্পনা শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ মার্চ ২০১৩

নং ৪৪.০১.০০০০.১৭৮.০৩.০০৫.১৩-১১৬—পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত "পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান মোতাবেক ১১-২০ গ্রেড পর্যন্ত প্রকল্প চলাকালীন সময়ের জন্য জনবল নিয়োগের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করা হ'ল ঃ—

কর্মচারী নিয়োগ কমিটি ঃ

সভাপতি

(ক) ডিআইজি (অর্থ ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক।

সদস্যবৃন্দ

(খ) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ

(গ) প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(ঘ) প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(ঙ) এআইজি (ডেভেলপমেন্ট), বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(চ) উপ-প্রকল্প পরিচালক, "পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।

২। কমিটির কার্যপরিধিঃ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী জনবল নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে।

দেবাশিস কুমার দাস
সহকারী প্রধান।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)

অফিস আদেশাবলী

তারিখ, ১২ মার্চ ২০১৩

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০৫৩.২০১১-১৭৫—জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, শার্শা, যশোর (সাবেক সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগসমূহ সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) এর বিধানানুসারে তাঁকে এই বিভাগের ২৯-৯-২০১১ তারিখের ৪৬.০৬৭. ০০৩.০০.০০.০৫৩.২০১১-৭৪৯ নম্বর স্মারকে চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আনীত অভিযোগের দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, তাঁর বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে বরখাস্ত আদেশ এতদ্দ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

২। বি,এস,আর, পার্ট-১ এর ৭২(এ) নং বিধিমতে জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান এর উক্ত সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে।

তারিখ, ১৯ মার্চ ২০১৩

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০২৪.২০১২-১৮৩—যেহেতু, জনাব খন্দকার মোহাম্মদ রেজাউর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংগ-৩), এলজিইডি, সদর দপ্তর হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করায় এবং বর্ণিত প্রকল্পে ১৩-৪-২০১০ তারিখে যোগদানের পর প্রাথমিক পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করলেও পরবর্তীতে দীর্ঘদিন যাবত কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় স্থানীয় সরকার বিভাগের ১২-৬-২০১২ তারিখের ৬৪.০৬৭.০০৩.০০.০০.০২৪. ২০১২-৩৬৯ নম্বর স্মারকমূলে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, জনাব খন্দকার মোহাম্মদ রেজাউর রহমান এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় জারীকৃত অভিযোগনামা তাঁর কর্মস্থলে ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, জনাব খন্দকার মোহাম্মদ রেজাউর রহমান উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেননি এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে কাজে যোগদান করেননি;

যেহেতু, জনাব খন্দকার মোহাম্মদ রেজাউর রহমান এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারায় সরকারি 'চাকুরী হতে বরখাস্ত' করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, উক্ত অপরাধের জন্য জনাব খন্দকার মোহাম্মদ রেজাউর রহমানকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক কেন 'চাকুরী হতে বরখাস্ত' (Dismissal from Service) করার শাস্তি আরোপ করা হবে না তার লিখিত জবাব দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ "The Indepenent" ও "দৈনিক সমকাল" পত্রিকা দুটিতে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও জনাব খন্দকার মোহাম্মদ রেজাউর রহমান জবাব প্রদান করেননি এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে অদ্যাবধি কাজে যোগদান করেননি;

যেহেতু, জনাব খন্দকার মোহাম্মদ রেজাউর রহমান এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত উক্ত বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশের ৪(এ) ধারা মোতাবেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁকে 'চাকুরী হতে বরখাস্ত' (Dismissal from Service) করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৫(৩) ধারা মোতাবেক তাঁকে একই অধ্যাদেশের ৪(এ) ধারায় বর্ণিত শাস্তি হিসেবে 'চাকুরী হতে বরখাস্ত' (Dismissal from Service) করা হলো।

এ আদেশ জনাব খন্দকার মোহাম্মদ রেজাউর রহমান এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ১৩-৪-২০১০ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

আবু আলম মোঃ শহিদ খান
সচিব।

উপজেলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ মার্চ ২০১৩

নং ৪৬.০৪৬.০২৭.০০.০০.১১৬.২০১২-৩৩২—পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগের মতামতের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে জারীকৃত ৮ আগস্ট ২০১৩ তারিখের ৪৬.০৪৫.০২৭.১৮.০১.০০১.২০১১-৯৪৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মাহফুজা খাতুন এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সবুর হোসেন
উপ-সচিব।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ মার্চ ২০১৩

নং ৪৭.০৩৮.০১৪.০০.০০.০৪৩.২০১২-৩৮—জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন, পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Installation of Solar Systems at Union Information and Service Center (UISC)" শীর্ষক প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে ১২ (বার) সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হ'ল ঃ

সভাপতি

(১) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন।

(৪) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এর একজন প্রতিনিধি।

(৫) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর একজন প্রতিনিধি।

(৬) পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের একজন প্রতিনিধি।

(৭) আইএমইডি'র একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহে)।

(৮) অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (উপ-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে)।

(৯) উপ-সচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

(১০) উপ-প্রধান, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

(১১) সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

সদস্য-সচিব

(১২) প্রকল্প পরিচালক, "Installation of Solar Systems at Union Information and Service Center" প্রকল্প।

কমিটির কর্মপরিধি ঃ

(ক) প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী বিষয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান;

(খ) প্রকল্পের অগ্রগতি রিভিউ করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের পথ প্রদর্শন করা;

(গ) কমিটি অন্তত প্রতি ছয় মাসে একবার সভা করবে;

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন সময়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যে কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে; এবং

(ঙ) বিবিধ।

২। কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস
সহকারী প্রধান।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ জুন ২০১৩

নং ১৬.০০.০০০০.০০৪.০৩.৪৯.১৩-১৬০—১৯৮৩ সালের হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং-৬৮) এর ৫নং ধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টি পুনর্গঠন করলেন ঃ

(ক) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় — চেয়ারম্যান।

(খ) বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা — ভাইস-চেয়ারম্যান।
সাবেক চেয়ারম্যান, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল।

(গ) ট্রাস্টি

(১) জনাব গনেশ চন্দ্র ঘোষ, পাবনা।

(২) জনাব মানিকলাল সমাদ্দার, সাবেক সচিব, বাড়ী নং-৭, ব্লক-জে, রোড-২৭, বনানী, ঢাকা।

(৩) জনাব এস-সি খান, সাবেক যুগ্ম-সচিব।

(৪) জনাব নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(৫) ডঃ প্রতিমা পাল মজুমদার, সমাজকর্মী ও রিসার্স ফেলো।

(৬) জনাব সুরজিৎ নারায়ণ ত্রিপুরা, সভাপতি, ISKCON, খাগড়াছড়ি।

(৭) বেগম আশালতা বৈদ্য, গোপালগঞ্জ।

(৮) জনাব তপন কুমার সেন, রাজশাহী।

(৯) এডভোকেট নিভা রাণী বিশ্বাস, মুন্সীগঞ্জ।

(১০) জনাব স্বপন কুমার রায়, পাবনা-সিরাজগঞ্জ।

(১১) জনাব নির্মল কুমার দাস, ঢাকা।

(১২) জনাব জিতেন্দ্র প্রসাদ নাথ (মন্টু), চট্টগ্রাম।

(১৩) জনাব রাখাল চন্দ্র ঘোষ, হবিগঞ্জ (সিলেট বিভাগ)।

(১৪) অধ্যাপক নিমাই চন্দ্র রায়, খুলনা।

(১৫) জনাব উজ্জ্বল প্রসাদ কানু, বগুড়া।

(১৬) জনাব সুভাষ চন্দ্র শাহা, টাঙ্গাইল।

(১৭) এডভোকেট রথীশ চন্দ্র ভৌমিক (বাবু সোনা), রংপুর।

(১৮) জনাব নির্মল পাল, কুমিল্লা।

(১৯) জনাব বিপুল বিহারী হালদার, পিরোজপুর।

(২০) জনাব রাখাল দাসগুপ্ত, চট্টগ্রাম।

২। বোর্ড অব ট্রাস্টির মেয়াদকাল জারীর তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে সরকার যে কোন ট্রাস্টির নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন। অনুরূপভাবে কোন ট্রাস্টি ইচ্ছা করলে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারবেন।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদা পারভীন
সহকারী সচিব (সংস্থা)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ২৮ মে ২০১২

নং বিচার-৭/২এন-১১/৮১(অংশ-১)-৪১৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, পিতা মরহুম কাজী আঃ গফুর, গ্রাম বানিয়াপাড়া, ডাকঘর বিষমপুর, উপজেলা কলমাকান্দা, জেলা নেত্রকোণা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার ৭নং কৈলাটী ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৫ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ মাহমুদুল করিম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

খাসজমি শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০৯ শ্রাবণ ১৪২০/২৪ জুলাই ২০১৩

নং ৩১.০০.০০০০.০৪১.৪১.০০২.১১-৭৯৬—নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন জাহাইজ্যার চর (চর আছিয়া) সমুদয় খাসজমি দেশের উপকূলীয় চরাঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে পরিকল্পিত বনায়নের লক্ষ্যে প্রতীকী মূল্য ১,০০,০০১,/- (এক লক্ষ এক) টাকা সেলামী ধার্য ও আদায়পূর্বক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদানে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২। এমতাবস্থায়, অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫ এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধানের আলোকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনুকূলে চর আছিয়ার সমুদয় খাসজমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করা হলো।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।